বিশেষ প্রবন্ধ

নেপাল ঃ স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ার আন্দোলন থেকে মাথা তুলছে সাম্যবাদ

প্রবীর ঘোষ

নেপাল : প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য

নেপাল একটি **রাজতন্ত্রী** দেশ। **সীমানা** : হিমালয় পর্বতের কোলে অবস্থিত। উত্তরে চিনের তিব্বত। পূর্বে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ। দক্ষিণে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ। পশ্চিমে উত্তরাঞ্চল। **আয়তন** : ১,৪৭,১৮১ বর্গ কিলোমিটার। **জনসংখ্যা** : ২ কোটি ৪৬ লক্ষ। **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার** : ২.৩%। **ভাষা** : নেপালি, মৈথির, ভোজপুরি। **সাক্ষরতা (১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী)** : ৪৩%। **রাষ্ট্র ধর্ম** : হিন্দু। হিন্দু ছাড়া বৌদ্ধ ও ইসলাম উপাসনা ধর্মের মানুষের বাস। **মুদ্রা** : নেপালি রুপি। **রাজধানী** : কাঠমান্ডু। **প্রধান শহর** : কাঠমান্ডু, বিরাটনগর, ললিতপুর। **প্রধান নদী** : কর্ণালি, নারায়ণী, কোশী। **প্রধান পর্বত শিখর** : মাউন্ট এভারেস্ট। **প্রাকৃতিক সম্পদ** : অরণ্যাঞ্চল ৪০.৮%, কৃষিযোগ্য জমি ১৬.৫%। **খনিজ** : অভ্র, লিগনাইট, তামা, লোহা, কোবাল্ট, ম্যাগনেসাইট, সীসা, জিঙ্ক। **কুটির শিল্প** : কম্বল, সুতি-কাপড়, চট, কার্পেট, কাগজ, ভেজিটেবল তেল, ইট ও টালি, বিয়ার। ভ্রমণ শিল্প শুধুমাত্র কাঠমান্ডু ঘিরে গড়ে উঠেছে। **শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়** : ৩.৭%। **স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়** : ০.৯%। গড় আয়ু ৬০ বছর। **জীবিকা** : অরণ্য সম্পদ, কৃষি ও মৎস্য চাষ।

মানবোন্নয়ন ও নেপাল

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বিশ্বের দেশগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। (১) উচ্চ মানবোন্নয়ন (High Human Development) দেশ, (২) মাঝারি মানবোন্নয়ন (Medium Human Development) দেশ এবং (৩) নিচু মানবোন্নয়ন (Low Human Development) দেশ।

এই শ্রেণীবিভাগ করা হয় মানবোন্নয়ন সূচক ধরে। একটা দেশের মাথা পিছু গড় আয় দেখে দেশের জনগণের প্রকৃত আয় বোঝা অসম্ভব। কারণ আর্থিক বৈষম্য। ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘও কোনও দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়কেই উন্নয়নের মাপকাঠি ধরতো। কিন্তু অর্থনীতিবিদ্‌রা এও লক্ষ করেছিলেন মাথাপিছু জাতীয় আয় কখনই একটা দেশের নাগরিকদের প্রকৃত অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে না। যেমন আরব দেশগুলোর তেলের খনির মালিকরা পৃথিবীর অন্যতম ধনী হয়ে ওঠায় দেশের মাথাপিছু আয় বেশ উপরের দিকে। কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত খারাপ। মানবোন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে গড় আয়ের পাশাপাশি আয় বন্টনে বৈষম্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মান নির্ধারণ করে একটা দেশের মানবোন্নয়নের সূচক তৈরি করা হয়। নিচু মানবোন্নয়ন দেশের শ্রেণীতে পড়ে নেপাল। পৃথিবীর ১৭৫ টি দেশের মধ্যে নেপালের অবস্থান ১৪৩ নম্বরে।

নেপালের রাজা থেকে সামন্তপ্রভুরা সব এক একটি বিশাল ধনকুবের। হতদরিদ্র নেপালিরা একবেলা আধপেটা ভাত জোটাতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। নেপালে গিয়ে নিজের চোখে না দেখলে এই ভয়ংকর বৈষম্য অনুধাবন করা অসম্ভব।

নেপালের ইতিহাস

অতীতে নেপালে ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনেক ছোট ছোট রাজ্য। সেসব রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আরও অতীতের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাব, বৈদিক যুগের সমকালে রাজ্যশাসনে যৌথ ব্যবস্থা ছিল। এই যৌথ ব্যবস্থাকে বলা হত 'গণ' বা 'গণরাজ্য'। 'গণ' বা 'গণরাজ্য'-ই ছিল রাজ্যগুলোর শাসনের শক্তিকেন্দ্র। শাসন-পরিচালন ব্যবস্থা ছিল এই ধরনের—বিভিন্ন উপজাতিদের প্রতিনিধিরা রাজধানীতে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ বা সমস্যা নিরসনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে মিলিত হতেন। উপজাতিদের প্রতিনিধিদের এই সভাকে বলা হতো 'প্রতিনিধি সভা'। লক্ষণীয়, আজও নেপালের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক প্রতিনিধিদের সভাকে (ভারতে যাদের বলি 'সাংসদ') 'প্রতিনিধি সভা' বলা হয়। প্রতিনিধি সভা যাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করতো, তাঁকে বলা হতো রাজা। **রাজা প্রতিনিধি সভার-ই একজন। রাজার পদ বংশানুক্রমিক ছিল না।** প্রতিনিধি সভা বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক সব-ই করতো। সিদ্ধান্তে সবাই একমত না হলে ভোট নেওয়া হতো।

সেই সময় নেপালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল রাজা ও প্রতিনিধি সভার সদস্যদের হাতে। প্রতিনিধিরা ছিলেন গোষ্ঠীপতি বা সামন্তপ্রভু—এটা আগে-ই বলা হয়েছে।

কয়েক হাজার বছর পরে আজও নেপালে 'প্রতিনিধি সভা'কে কেন্দ্র করেই 'গণ' বা গণরাজ্য বা প্রজাতন্ত্রের কাঠামো প্রায় এক-ই রয়ে গেছে। প্রতিনিধি সভার সদস্যরা আজও সামন্তপ্রভু বা অভিজাত সম্প্রদায়। পার্থক্য সামান্য আছে। আগে প্রতিনিধি সভায় তর্ক-বিতর্ক হতো, এখন হয় না। এখন রাজার কথাই শেষ কথা। প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধিরা কে কতটা রাজার আজ্ঞাবহ দাস—তা-ই প্রমাণ ক'রে আখের গোছাবার জন্যে ব্যস্ত। আরও একটা বড় পার্থক্য হলো—**যে রাজার পদ বংশানুক্রমিক ছিল না, সেই পদ-ই কালক্রমে বংশানুক্রমিক হলো প্রতিনিধি সভার সদস্যদের ক্লিবতায়।** এখন যে শাসন ব্যবস্থা চালু আছে, তাকে বলা হচ্ছে **বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সহাবস্থান।**

এই সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, পৃথিবী ঢুঁড়লেও যা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বৈশিষ্ট্য (এক) এ দেশের সেনারা নেপাল রাষ্ট্রের সেনা নয়। (দুই) সেনাবাহিনী রাজার নিজস্ব। (তিন) সেনারা দেশভক্ত নয়, প্রভুভক্ত। (চার) সেনাবাহিনীর উপর গণতান্ত্রিক সরকারের সামান্যতম কর্তৃত্ব নেই। (পাঁচ) রাজা যে কোনও সময়, যে কোনও অজুহাতে অথবা বিনা অজুহাতে 'প্রতিনিধি সভা' ভেঙে দিতে পারেন। (ছয়) নির্বাচন অবাধ হয় না। হয় 'রয়েল নেপাল আর্মি'র (রাজ-সেনা) পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। রাজা যাকে করুণা বিলোয়, সেই নির্বাচনে জেতে অথবা সরাসরি ভাবে রাজার দ্বারা 'প্রতিনিধি' হিসেবে বাছাই হয় 'রাষ্ট্রীয় সভা'র সদস্য হিসেবে; 'রাষ্ট্রীয় সভা' ভারতের রাজ্যসভার মতো। (সাত) নেপালে রাজতন্ত্র কথায় 'সাংবিধানিক রাজতন্ত্র' হলেও **এই রাজতন্ত্র কখনই ব্রিটিশ বা জাপানের মতো 'রাবার স্ট্যাম্প' নয় যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করবেন তাতে বিনা বাধায় স্বাক্ষর করবেন।** বরং বাস্তব সত্য এই যে—রাজার ইচ্ছেই শেষ কথা। রাজার কথায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চলতে হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কথায় রাজাকে নয়। নেপালের 'রাজতন্ত্র' **'একনায়কতন্ত্র-রাজতন্ত্র', 'সাংবিধানিক রাজতন্ত্র' নয়।**

(বর্তমানে 'প্রতিনিধি সভা'-র আসন সংখ্যা ২০৫ এবং 'রাষ্ট্রীয় সভা'র আসন সংখ্যা ৬০)

আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে নেপালের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গোর্খারা ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। গোর্খাদের সঙ্গে ভারতের ব্রিটিশ শক্তির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল।

গত শতকের চারের দশকে নেপালি কংগ্রেস দলের আন্দোলনের ফলে নেপালের ক্ষমতার গদিতে বসেন ত্রিভুবন। রাজা ত্রিভুবন। ত্রিভুবনের পর থেকে চলে আসতে থাকে বংশানুক্রমিক ভাবে রাজা হওয়া। ত্রিভুবন-এর পর মহেন্দ্র। মহেন্দ্রর পর বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্র-র পর জ্ঞানেন্দ্র।

জ্ঞানেন্দ্রর রাজা হওয়াটা নেপালের জনগণ স্বাভাবিক ভাবে নেননি। তাঁরা মনে করেন—২০০১ সালের ১ জুন রাতে রাজা বীরেন্দ্র, রানি ঐশ্বর্য, যুবরাজ দীপেন্দ্র সহ রাজ পরিবারের সবাইকে হত্যার পিছনে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র। সহযোগিতা করেছিল 'রয়েল নেপাল আর্মি' এবং ষড়যন্ত্রের শরিক ছিল ভারত সরকার। বীরেন্দ্রর সঙ্গে কিছুদিন ধরেই পটছিল না ভারত সরকারের। চিনের সঙ্গে নেপালের গা-মাখামাখিটা এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল যে বীরেন্দ্রকে সরিয়ে একজন পুতুল-রাজা বসান খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। এমন বিশ্বাসটা নেপালের জনগণের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ লোকের মনে-ই গেঁথে বসে আছে।

১৯৫৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত বহুবার নির্বাচন হয়েছে। সরকার গড়া হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই স্বেচ্ছাচারী রাজারা সেই সরকার ভেঙে দিয়েছে। এবং এটাই বারবার ঘটে এসেছে। যদিও প্রতিবার-ই সরকার গড়েছে সামন্তপ্রভু ও অভিজাত সম্প্রদায়, যারা রাজার অনুগ্রহ পাবার জন্য হ্যাংলামো করেছে, তবু খামখেয়ালি স্বেচ্ছাচারী প্রভু 'পান থেকে চুন খসলেই' সরকার বাতিল করার খেলায় মেতেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওইস্ট) স্বপ্ন দেখালো

নেপাল এমন একটা দেশ যেখানে প্রবলভাবে রাজতন্ত্র আছে, আছে আধা সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা; আছে আধা ঔপনিবেশিক অবস্থা। নেপাল কীভাবে চলবে, কী করবে, কোন দেশের সঙ্গে কতটা সম্পর্ক রাখবে—তা সবই ঠিক করে দিতে চায় ভারত। ভারত অবশ্যই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতই একটা প্রভুত্বকামী সাম্রাজ্যবাদী দেশ। Article 1 (3) (C) of the Constitution-এ স্পষ্ট বলা আছে যে, ভারত যে কোনও দেশ বা দেশের অংশ দখল করতে পারে।

নেপালের 'পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি' ও 'রাজতন্ত্র' দেশের বেশির ভাগ নাগরিকদের ভাত-ছাত-পানি-কাপড় কিছুই দিতে পারেনি। দিতে পারেনি চিকিৎসা-শিক্ষা-রাস্তার মতো প্রয়োজনীয় কোনও পরিবেশ। এসবই অতি দরিদ্র মানুষগুলোর অধরাই থেকে গেছে।

হতদরিদ্র মানুষদের হতাশাকে হক্ আদায়ের লড়াইয়ে পাল্টে দিতে এগিয়ে এলো 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওইস্ট)'। জন্ম ১৯৯৬ এর ১৩ ফেব্রুয়ারি। চেয়ারম্যান : 'প্রচন্ড' ওরফে পুষ্পকমল দহেল। পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ড: বাবুরাম ভট্টরাই। পড়াশুনা ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। শোষণ মুক্তির জন্য জনযুদ্ধের (People's War) ডাক দেয় পার্টি। গত দশ বছরের জনযুদ্ধে সরকারি মতে তের হাজার মানুষের জীবনহানী ঘটেছে। নেপাল রাজ-সেনার (Royal Nepal Army) চিরুনী তল্লাসে নিখোঁজের সংখ্যা আরও বেশি। নিখোঁজ মানে-ই মৃত্যু।

মাওইস্টরা শিখতে শিখতে পাল্টালেন

নেপালের মাওইস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য যে জনযুদ্ধ চলছিল তা ছিল সশস্ত্র। তিন বছর আগে নেপালের মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটি লক্ষ্যপূরণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের লক্ষ ও সিদ্ধান্তগুলোর অন্যতম হলো :— (এক) হতদরিদ্র মানুষগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং উন্নততর সাম্যের জন্য গ্রামগুলোকে স্বয়ম্ভর করে তোলা বা কমিউন গড়ে তোলা। (দুই) এই কমিউন, সমবায় বা স্বয়ম্ভর গ্রামগুলো পরিচালিত হবে গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিতদের দ্বারা। এই গণতন্ত্রকে বলা হচ্ছে 'বিপ্লবী জনগণতন্ত্র' (Revolutionary People's Democracy)। (তিন) এমন বিপ্লবী জনগণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষ-ই তার অর্জিত গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে অতন্দ্র-প্রহরী। কারণ, এমন জনগণতন্ত্রে প্রতিটি হতদরিদ্র মানুষই মানুষ হিসেবে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। ক্ষেতের ফসল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদ সবকিছু সকলেই ভাগ করে নেয়। (চার) এমন সার্থক গণতন্ত্রে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদির টিকে থাকা অসম্ভব। মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখা মানুষগুলোই দুর্নীতিপরায়ণদের চিহ্নিত করে নির্মূল করবে। (পাঁচ) সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, স্বয়ম্ভর গ্রামের মধ্য দিয়ে-ই 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' সম্পূর্ণ হতে পারে। বর্তমান অবস্থায় পৃথিবী যখন একটা গ্রাম, তখন সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী,

শোষক দেশগুলোর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল অসম্ভব। কিন্তু স্বয়ম্ভর গ্রাম, কমিউন, সমবায় গড়ে নিঃশব্দে গ্রামকে গ্রাম দখল নিতে পারে শোষিত মানুষরা। (ছয়) 'অস্ত্র সমর্পণ' নয়। নীতি হবে 'অস্ত্র সংবরণ'। রাজা ও সামন্তপ্রভুরা সন্ত্রাস চালালে যাতে আত্মরক্ষা করা যায়। নিরস্ত্র দেখলে 'ওরা' নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খাবে।

সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে এই আধুনিকতম বিপ্লবী কৌশল নিতে শিখিয়েছে ভারতের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল ও ভেনেজুয়েলা। সর্বত্র স্বয়ম্ভর গ্রাম ও সমবায় থেকে মাথা তুলছে গণতন্ত্র। প্রায় দু'দশক আগে সাম্যের স্বপ্ন দেখানো দেশগুলো যখন ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছে 'মস্তিষ্ক-যুদ্ধে' হেরে গেল, তখন নতুন করে 'নিও-সোস্যালিজম' প্রতিষ্ঠার চিন্তা করতে-ই অনেকে ভুলে গিয়েছিলেন। ডুবে গিয়েছিলেন হতাশায়। নতুন সহস্রাব্দের শুরু থেকে-ই গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-যিশু-মার্কস-লেনিন-মাও'দের স্বয়ম্ভর গ্রাম-কমিউন-সমবায় চিন্তার মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের এক 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ'-তে নামলো 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' এবং 'হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'। এমন-ই 'আইডিয়া' বা পরিকল্পিত চিন্তা নিয়ে মহেশ-সরিতার শব্দগাঁও গড়ে উঠেছিল। একে থেকে দশ, দশ থেকে চল্লিশটা আদর্শ স্বয়ম্ভর গ্রাম। তারপর আজ ভারতে এমন গ্রামের সংখ্যা চার হাজার পেরিয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গ থেকে অন্ধ্র, ভারতের এক তৃতীয়াংশ প্রদেশে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে। এইসব গ্রামের মানুষরা জানেন না 'মাওবাদ' খায় না মাথায় মাখে। তবু এইসব হতদরিদ্র-আনপড়-গ্রাম্য মানুষগুলোর মানুষ হিসেবে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার চেষ্টাকেই, স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ার চেষ্টাকেই ভয় পাচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি ও আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। বিপ্লবীজনগণ বিলক্ষণ বুঝে গেছে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে রাজধানী দখল তাদের লক্ষ্য নয়। ওদের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক হক্ আদায়। বড় বড় দুর্নীতিপরায়ণদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়া। আজ মিডিয়ার মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মন্ত্রী-সাংসদ-আই.পি.এস.-সিনেমার মেগাস্টার নিত্য দিন ফেঁসে চলেছে। ওরা কেউ-ই পদাধিকার বলে বা জনপ্রিয়তার দৌলতে নিরাপদ জায়গায় নেই। যে কোনও দিন যে কেউ ফাঁসবে।

একবিংশ শতকের গোড়ায় একই ভাবে সমবায় স্তর থেকে গণতন্ত্র সার্থক রূপ পেয়েছিল ভেনেজুয়েলায়। ভেনেজুয়েলার জনগণ যে ভাবে সামন্ততন্ত্রের ফাঁদ কেটে বেরিয়ে এসে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দিয়েছে পাল্টে, তা দেখে ব্রাজিল, পেরু, চিলি, আর্জেন্টিনার জনগণও সাম্যের স্বপ্ন দেখা শুরু করছে।

ভারত, নেপাল ও ভেনেজুয়েলায় স্বয়ম্ভর গ্রাম বা সমবায়ের সাফল্যময় প্রয়োগে মানুষ আবার উন্নততর সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। নেপালের জনগণ কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের নেতৃত্বে স্বপ্নকে শতকরা আশি ভাগ সার্থক করেছে। আর কুড়ি ভাগও করবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সাত দলের জোট ও মাওইস্টরা

২০০৫-এর নভেম্বর। নেপালের প্রধান সাতটি দল রাজার স্বেচ্ছাচারিতায় কোনঠাসা অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে এক বারো দফা সমঝোতাপত্রে সই করে। দল সাতটি হলো : (১) নেপালি কংগ্রেস (২) নেপালি কংগ্রেস (ডেমোক্রেটিক) (৩) কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) (৪) জনমোর্চা নেপাল (৫) নেপাল ওয়ার্কার অ্যান্ড পেজ্যান্টাস পার্টি (৬) নেপালি সৎভাবনা পার্টি (৭) ইউনাইটেড পিপলস্ ফ্রন্ট (পার্টি অফ নেপাল)।

শহরকেন্দ্রিক এইসব রাজনৈতিক দলগুলো মাওবাদীদের ছাড়া যে তাদের আন্দোলনকে সাফল্যের মুখ দেখাতে পারবে না, সেটা বুঝেছিল। কারণ, নেপালের শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামেই মাওবাদী প্রবল প্রভাবশালী।

সাতের সঙ্গে আট জুড়তেই আন্দোলন অসাধারণ গতি পেল। মাওবাদীরা দীর্ঘদিন ধরেই রাজতন্ত্রের অবসান চাইছিল। চাইছিল জনগণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে। রাজার ধারণা ছিল অভিজাত শ্রেণীর এইসব রাজনৈতিক দল ও মাওবাদীরা কোনও দিন-ই একসঙ্গে রাজার বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। মাওবাদীদের দূরদর্শিতা রাজার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিল।

লড়াইতে কোনঠাসা জ্ঞানেন্দ্রর হাতের সব তাস এখনও ফেলা হয়নি। রাজার সহায়ক বিদেশী শক্তিরা-ই এখন ভরসা। কিন্তু তাতে কি শেষ রক্ষা হবে?

আন্তর্জাতিক শক্তি কোন্ দলে?

'গণতন্ত্রের পূজারী' দেশ হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত নাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউনাইটেড কিংডম, ভারত, ইউরোপের নির্বাচন-নির্ভর গণতান্ত্রিক দেশগুলো। এই প্রত্যেকটি দেশ নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিতে সোচ্চার হলো। তারা প্রত্যেকেই কাতার দিয়ে দাঁড়ালো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপক্ষে, রাজার পক্ষে। রাজাকে নিশ্চিত করলো—বললেই অঢেল সেনা সাহায্য পাঠাবে।

চিন-রাশিয়া-পাকিস্তান-বাংলাদেশ অবশ্য ভারত-আমেরিকার মত ভূমিকা নিল না। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, নেপালের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে চায় না। ওরা ভারত-আমেরিকার মত সোচ্চারে না হলেও নীরব থেকে জানিয়ে দিল—'রাজা জ্ঞানেন্দ্র, তোমার পাশেই আছি'।

আমরা করবো জয় নিশ্চয়

জনগণতান্ত্রিক এই অসাধারণ বিপ্লবের গতি থামাবার সাধ্য কারও নেই। না, এটা আবেগের কথা নয়। সঠিক নেতৃত্ব যে মস্তিষ্ক যুদ্ধে নেমেছে, তাতে আমেরিকা ও তার বন্ধু দেশগুলো বুঝতে পারছে লড়াই জেতা তাদের পক্ষে একটু একটু করে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন। সম্পাদক : সুদীপ চক্রবর্তী, বিপ্লব দাস
ঠিকানা : ৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৫৯-০৪৩৫ • e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com
কলকাতা অফিস : ৩৩এ ক্রিক রো, মৌলালী, কলকাতা-১৪ হইতে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত